

অনেক বেসেছি ভালো

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ অনেক বেসেছি ভালো

অনেক বেসেছি ভালো—এইবার প্রতিলোক চাই
(অনেক রেশমি শব্দ করেছি সেলাই)
ঢের বজ্রমণি—চিন্তা এইখানে স্নেহ, ক্লান্ত হয়
সে সাদা কাঠের থেকে পেয়ে গেছি ঢের দেশলাই
তবুও তোমার অগ্নি নেই জন্মেজয়—

এইবার ছেড়ে দেব কনুয়ের ভর
বাতাসের পরে
আকাশের তরে
অগ্নির তরে।

সাতটি রঙের জালে বেঁধে
বহুদিন আত্মা ছিল মেধে
চারিদিকে সমুদ্রের গান
মাছরাঙাদের করতালি
এর মাঝে দরজির প্রাণ
লাল নীল ববিন—সূতালি
চাঁদনীর চকটাকে গেছে
ইন্দ্রধনুকের রঙে জ্বালি।

এইবার দেহ থেকে থসে
স্বর্ণচালানির এক জাহাজের সাথে
চলে যাব লুক্কের রাতে
কস্মোজের পানে
সেইখানে গোমেদের শিখা
কবেকার মৃত কুরুবর্ষের গণিকা
ঢের অবলুপ্ত রাজ্য—নব নব অভ্যুত্থান ভ'রে
লালিত হয়েছে সাদা মিনারের ভূতদের ফ্রেড়ে।

আলিসায় হয়তো বা দু—একটা মৃত্যুহীন আছে চামচিকা
নির্জন বিচির মতো মরকতপাথরের—লুফে নিয়ে দেখেছে গণিকা
(আমার এ শরীরের) চালুনির ছিদ্রকে—হাতুড়ির টানে
গাঢ়—সোনা করে দেবে—(জানে)

পৃথিবীর উয়ে—কাটা ইতিহাসময়
যত রাজ্যী সম্রাজ্যীর জন্মসার ঋণ
তবু মৃত্যু নয়
সবচেয়ে অরুণ্ডদ স্বর্ণের মূদ্রার মতন
কেড়ে লব তাহাদের মেধাবিনী মন।

অন্ধকারে আমাদের ইন্দ্রনীল খুঁড়িতেই পাওয়া গেল

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ অন্ধকারে আমাদের ইন্দ্রনীল খুঁড়িতেই পাওয়া গেল

অন্ধকারে আমাদের ইন্দ্রনীল খুঁড়িতেই পাওয়া গেল
খুঁড়িলেই পাওয়া যায়
নারী কবে চলে গেল
রাত্রির বিভ্রমে তাহা গাঢ়তর নীলিমার মতো
গভীর শীতের রাতে মশারির ধূসরতা প্রতীকের মতো
নাগার্জুন,—চেয়ে দেখ এই সব শুষ্ক উট—সূর্যের প্রাকার
বালি—কেরোসিন, মান্দ্রাজের সমুদ্রের টিনের ঝঙ্কার
কেবল পেতেছে রৌদ্র—পিরামিড—এলপ্লোর জাহাজের চিলের ঝঙ্কার।

এক স্রোত জল তবু কোনো দূর পৃথিবীতে সপ্ত ঘুমন্তের মুণ্ডে নিমগ্ন
যেখানে নির্জন ঢেউ ফেঁড়ে ফেলে দুইটি শরীর তবু পরস্পরে মেশে
আমাদের দেশে তবু সূর্যের শুষ্ক ঋক, পুলস্ত্যের আত্মা ভালোবেসে
ভোরের ওপারে ভোরে কেবলি দাঁড়ায় কাছে এসে।

অমোঘ আঁধার রাতে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ অমোঘ আঁধার রাতে

অমোঘ আঁধার রাতে
সাগরের চিতা ঢেউয়ে
ফেনার উপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে লক্ষ লক্ষ মাইল
পাখিদের প্রাণে মৃত্যু আসে
সূর্যমন্দিরে পাটাতনে লোক কোলাহলে জেগে আমরাও
আমাদের পাঁজরের তলে সেই নিশিত সমুদ্র আবিষ্কার করি।

কারও সাথে মধ্যাহ্নে ক্ষমাহীন পথে
বারবার চোখাচোখি হয়
সেই চোখাচোখি: মৃত্যু।

কোনো এক প্রেম আমার দেহের সাথে নিভে গিয়ে
রজনীর প্রিয়তম জল হল নাক’
কিশাণের শস্য ঘরে যাবে— সোনা হবে
তবুও ঠিকানা তার গোলকধাঁধার পথে
এই বিমূঢ়তা;
ঢের দূর থেকে পর্বতকে নীল ব’লে মনে হয়
নীলিমার এই অসহায়, অন্ত আচার;
প্রস্তুতি
এইসব মৃত্যু;
এই মৃত্যু মহোৎসব
অবিকল ব্রহ্মপুত্র ঢেউয়ের উপর দিয়ে একপাল বেঘরা পাখির মতো
আমাদের ধীর বায়ু বিতাড়িত ক’রে চালাতেছে
আরো দূর অসম্ভব সমুদ্রের হেঁয়ালির দিকে।

তবুও আফ্রিক কাজ আমাদের
নিভূতের তরে নয়—নিখিলের তরে।
অদম্য অঙ্গার হয়ে যায় সব
জীবনের মেঝের উপর দিয়ে আগুনের মতো স্বলে—
হে পুষা, তোমার নয়—
মৃত্যুর আমোদে ক্রম স্ফীতমান স্ফুলিঙ্গের মতো। যারা পিছে আসিতেছে
তাহাদের লোক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে
আমাদের লীযমান আলোককে তবু
হে পুষা, তোমার জ্যোতি ব’লে তারা চিনিবে না কোনো দিন।

আবার নতুন করে পৃথিবীতে বানাবার অধিকার আমাদের নেই

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ আবার নতুন করে পৃথিবীতে বানাবার অধিকার আমাদের নেই

আবার নতুন করে পৃথিবীতে বানাবার অধিকার আমাদের নেই
আমাদের ইচ্ছা আছে, প্রশ্ন—মনন রয়েছে
কিন্তু সব—সবই—তৈলহীন সলতের মতো
বার বার ডাক আসে রাজপথে নেমে শবের বাহক হতে
কত শব দন্ধ করা গেল—
তারপর এই নীতি পাওয়া যায় ভাবনার গভীর নির্জনে।
বিহঙ্গের নীড় আছে—শেয়ালের গর্ত আছে অরণ্যের অন্তরালে
আমাদের যাত্রা—যাত্রা ছাড়া আর কিছু নাই
নব নব শিশুর ভূমিষ্ঠ উষা—নির্জন ধাঁধার মত ভেসে আসে
নভোনীলিমার থেকে
শৈবাল মলিন বিরাত দেয়াল সব ঢেকে ফেলে গভীর দক্ষিণ দিকে চলে গেছে—
মাইলের পর মাইল পিরামিডদের মতো যৌনতায়
কোনো ধূমাগন্ধ রৌরবের দিকে—সূর্যপঙ্ক অলকার পানে?
তবু আমাদের কোনো সংবেদন নাই—দ্বিপদের ব্যবহার আছে শুধু
যতদূর পথ চলে যায়
বিশুবরেখার অনন্ত রৌদ্রের প্রান্তে
আর সেই গরীয়ান অন্ধকার সূর্যের উদিত তুণীয়ে
যতদূর যাই সে দেশ কোথাও নাই যেইখানে শববাহকের ভিড়ে
কয়েকটি আরো বাহকের দরকার নেই
তারার টের পায়—বর্তালো কেমন ক’রে—তবু তারার টের পায়
সব বিদেশির কাছে আমাদের এই এক পরিচয়:
ইহাদের মনন হৃদয় অবিরাম শববাহনের তরে
এরা ক্লান্তিহীন—অবিরাম শববাহনের তরে।

আমাদের অশ্রু শিশিরিত হলুদ পাতার থেকে নয়

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ আমাদের অশ্রু শিশিরিত হলুদ পাতার থেকে নয়

আমাদের অশ্রু শিশিরিত হলুদ পাতার থেকে নয়
আমাদের অশ্রু নাই
ছায়া আছে
মাস্তুলের মতো দীর্ঘ কোনো এক আধোসৃষ্ট জাহাজের
খনির চাঙরে ঘুরে—অন্ধকারে—লক্ষ হ্রস্ব দানবেরা হয়তো পেতেছে
তারে টের
তাহাদের পাঁজরের সিঁড়ি বেয়ে যেই রক্ত ভেসে যায় হৃদয়ের দিকে।

সেইখানে ভারতসাগর, ভূমা, ভূমধ্যসাগর
সেইখানে শুক্ল ডানা ভাসে
সূর্যমন্দিরের থেকে
হেলিওট্রোপের মতো নিরেট আকাশে।

আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও

আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও: মরি ত্রনাকি মোরা মহাপৃথিবীর তরে?
পিরামিড যারা গড়েছিল একদিন—আর যারা ভাঙে—গড়ে;—
মশাল যাহারা জ্বালায় যেমন জেঙ্গিস যদি হালে
দাঁড়ায় মন্দির ছায়ার মতন—যত অগণন মগজের কাঁচা মালে;
যে—সব ভ্রমণ শুরু হল শুধু মার্কোপোলোর কালে;
আকাশের দিকে তাকায়ে মোরাও বুঝেছি যে—সব জ্যোতি
দেশলাইকাঠি নয় শুধু আর—কালপুরুষের গতি;
ডিনামাইট দিয়ে পর্বত কাটা না—হ’লে কী ক’রে চলে,—

আমাদের প্রভু বিরতি দিও না; লাথো—লাথো যুগ
রতিবিহারের ঘরে
মনোবীজ দাও: পিরামিড গড়ে—পিরামিড ভাঙে গড়ে।

আমাদের সাহস হারায়ে গেছে বহুদিন

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ আমাদের সাহস হারায়ে গেছে বহুদিন

আমাদের সাহস হারায়ে গেছে বহুদিন পুলিশের ব্যাটনের তলে নুয়ে থেকে
ফুটবল—গ্রাউন্ডের কাছে ব'সে শকুন চরানো নীল এশিয়ার দুপুরবেলায়
সোডা লেমনেড ভিনো আইসক্রিম জিজ্ঞার বিক্রি করি বিড়ির ধোঁয়ায় মুখ ঢেকে
টাউস ঘুড়ির মতো মনে হয় পৃথিবীটা লাল রঙে দুপুরের আকাশে লাফায়।

চারিদিকে জাঞ্জির সমুদ্রের কলরব একটি লবঙ্গ নারীর তরে যেন
শানিত জলের বিশ্ব—অগণন ছুটে আসে সমস্ত কাবুলজোড়া চকচকে
অসির মতন
কে সে নারী? সে কি নারী? সে কি টাকা? সে কি যশ? সে কি এই শরীরের
সমতা সফেন
কবিতার মতন তার হাড় থেকে মাঝে মাঝে মহাব্যোমে উড়ে যায় এইসব গাঢ়
উদ্বোধন।

আমার হৃদয়ে নব নব প্রত্যাশার দূত

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ আমার হৃদয়ে নব নব প্রত্যাশার দূত

আমার হৃদয়ে নব নব প্রত্যাশার দূত
নীলশিরা বিহঙ্গের মতো উড়ে আসে
সব চেয়ে উঁচু শাল—উষ্ণতর মেঘখণ্ড বিভ্রম জাগায়
কোনো রজনীর মঞ্চে চ'ড়ে নিষ্কাশিত বায়ুর মতন
আরও দূরে—কতদূরে করা যায় ব্যহত ডানার প্রসাধন।

এইসব অকপট ছায়া যেন
নষ্টপ্রায় কোনো জ্যোতিষ্কের
শূন্য থেকে শূন্যে ঘুরে
হে জ্যোতিষ্ক, হাতের তেলোয় সব পাওয়া যায় টের
যদি স্থির হয়ে বস তুমি
মরুভূর বালুকণিকায়
অসীম সূর্যেরে পাওয়া যায়
যে রূপসী হারিয়ে গিয়েছে কবে
মলয়ালমের ভাষা আধো বলে
অস্তচাঁদে সমুদ্রের দেশে
তাহারে দেখিবে তুমি আধোধূম্র দিবালোকে—যাদুঘরে এসে।

কড়িবরগার থেকে ঝুলিতেছে হাঙরের কঙ্কালের মতো
সৈন্যেরা ঘুমায়ে নেই
সময়ের কর্কশ পিতল ঘন্টা শতাব্দীর সমুদ্রকে করিছে আহত।

আমার হৃদয়ে প্রেম কার্তিকের বটের মতন

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ আমার হৃদয়ে প্রেম কার্তিকের বটের মতন

আমার হৃদয়ে প্রেম কার্তিকের বটের মতন
একদিন লালফলে উঠেছিল ভ'রে
আমার হৃদয়ে প্রেম অঘ্রাণের কাকের মতন ঠেঙো
আধো মনোযোগে উড়ে এসে
বালির ভিতরে জট—পট ঘট— এঁটো ফল শূঁকে—খুঁচে
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে

কুয়াশায় ফেলে দিয়ে গেল উড়ে
মিশে গেল অন্ধকার বোঙার বাতাসে।

আমার হৃদয়ে রক্ত থেকে কোনো এক প্রদীপকে জ্বালি আমি

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ আমার হৃদয়ে রক্ত থেকে কোনো এক প্রদীপকে জ্বালি আমি

আমার হৃদয়ে রক্ত থেকে কোনো এক প্রদীপকে জ্বালি আমি, জানি—
কে বা সেই?—তার অগ্নি কার তরে—লোল চোখে চিনি আমি
কিন্তু সেই প্রদীপের ছায়া আমি—আমার দু'চোখ লোল—
কালো পাথরের মতো
ছায়া আমি—যেন কোনো সৃজ্যমান মাস্তুলের—চারিদিকে নক্ষত্রের
ব্যাপ্ত পরিসরে।

এইসব অভিনব উৎসাহের তরে আমি
মুহূর্তের নব নব জন্মমুণ্ডে সাড়া পাই
মনে হয় নীলিমার দিকে চেয়ে—ইন্দ্রনীল মণির আংটি
বারাঙ্গনা ভালোবাসে—প্রেম তবু ধূসর কাপড়ে মুখ ঢেকে নিরালম্ব।

আমি ভালোবাসি—সমাদৃত হতে চাই—তবু হিম মেঘ প্রেম
ধবল কুষ্ঠের মতো জড়িত নির্জন হয়ে পড়ে আছে মৃত আরশির মুখে
যেই সব ঘন তৃণ ভূস্তরের ভুলে মিশে যায়।

আমি ভালোবাসি—সমাদৃত হতে চাই
আরও এক হিরণ্যগর্ভের মতো হয়ে
তবু ঢের উপেক্ষিত কালো দাঁড়কাক
জাফরান ভোরে রোজ জেগে উঠে
কমলারঙের সূর্যাস্তের দিকে
যেন দূর—স্থিরতর সমুদ্রের প্রতিধ্বনি।

আমিও তো মশাল ধরেছি

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ আমিও তো মশাল ধরেছি

আমিও তো মশাল ধরেছি
কোনো সৈনিকের নয়
সূক্ষ্ম শীর্ণকায় মঠের মতন
নব নব জন্মের দুর্যোগ—মরণের জন্ম বিশ্ব
ভৈরবীর কপালে টিপের মতো
আধেক তা অগ্নিম চাঁদের—মেধাবী সূর্যের তবু।

তোমরা ভগ্নাংশ নাও—জ্যোৎস্না গোধূলির
স্নিগ্ধ হও—মৃত্যু ভালোবাসো
আমাকে দেখিতে দাও সেই রূপ—
ফুটপাতে কুয়াশার রমণীরা ঘুমাতেছে
শেলফের অন্ধকারে বক্র, ভগ্ন হেঁয়ালির রাশি
নগরীর দিবালাকে—দিকে দিকে গম্ভীর গিজের মূর্তি
এরা সব ভালোবেসেছিল। তাই গিয়েছে পাথর হয়ে—মৃত্যু হয়ে।

গর্ভিনীর স্মৃতি বিস্মৃতির সাধ
শোণিতের গূঢ়তর সংস্কার তবু—
নব নব আভা পায় অপ্রেমের কথা ভেবে
কুয়াশার অই পারে অমোঘ সেতুকে ভালোবাসে
তাই হেমন্তের দেশে বসে শোণিতের শব্দ শোনা যায়
পাঁজরের সিঁড়ি বেয়ে হৃদয়ের দিকে অবার সে নিষ্কাশিত সমুদ্রের মতো
লক্ষ লক্ষ মাইল তরঙ্গের পথ দিয়ে অনেক সুঘ্রাণ পাখি উড়ে আসে
আমাদের এই নিচু, ধূম্র মধ্যপথে
তাহাদের কামনার শ্রম—মুহূর্তের ক্ষান্তি চায়
তির্থক ডানা তুলে ভূমধ্য সিন্ধুর দিকে উড়িবার আগে
এইসব ছবি; আশ্চর্য অন্যায়ে আলো;
জন্মের দুর্যোগ থেকে ঢের দূরে—
পাঁকের হেঁয়ালি, বিপ্লবের মুহূর্তের থেকে—প্রেম থেকে।

এই এত পুরোনো নগরী

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ এই এত পুরোনো নগরী

এই এত পুরোনো নগরী?—তবু কোনোদিন মৃত নয়।
আজও শতকের সূর্যের দিকে চেয়ে আছে
ট্রামলাইন ফ্যাক্টরির নতুন উল্লি প'রে
ক্যাম্পের অবসরে কোনো এক ব্যুট সৈনিকের মতো
মাঘের বাতাসে ন্যূক্ত হয়ে লঘু গৈরী অনুভব করে
স্তব্ধ বিষণ্ণতা।

পৃথু সেই শিকড়কে চিনেছিল একদিন
আজ তার রূপ ত্রোড়পত্রহীন ভূস্তরের কর্কটের মতো
ভেলভেট—সমীচীন যাদুঘরে আজো স্মৃত হয়? —স্মৃতি হয়
এই প্রেত পুরোনো নগরী—তবু কোনোদিন মৃত নয়?—মৃত নয়
বারবার রণ—তুণীরের কাজ শেষ হয়ে গেছে তবু খুকিদের হাসি—
খোকার বিচারে—
এইসব অসমাপিকার শূন্য ভার
আমাদের প্রাগৈতিহাসিক, ক্লত—
অন্ধকার হৃদয়ের
দিগবলয়ের মাঠে আজও কালো লাল তেজীয়ান ঘোড়া খোঁজে।
পরিবার থেকে অগণ্য কাকের ভিড় কোলাহল ক'রে উড়ে গেল
'কিছু নাই—কিছু নয়' জেনে
যুধিষ্ঠিরকে তারা—আরও ঘনতর ভাবে কাছে পেলে
পাশা খেলিবার সেই শেষ নিরাময় কৌশল বলে দিত
হায়, সাধু মানবক, হায় রক্তজর্জর দেশ
নীলিমার কুয়াশায় অটুট ধ্যানের বায়ুর ভিতরে তারা মিশে গেল।

এই নগরীর সেই সব শতাব্দীর ধূসর পরিখা কই

এই নগরীর সেই সব শতাব্দীর ধূসর পরিখা কই
পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে প্রলতাঙ্কুরের টেবিলের চারপাশে বসে আছে
নেকটাই—হ্যাট—একসটেশন লেকচারের ঘ্রাণ
বিচক্ষণ সদনটিয়ার মতো সচ্ছল; এখন চায়ের অবসর
মার্থালেন—সিগারেট—
জ্যেষ্ঠের দুপুরে হাওয়া
অই দূর সিন্ধুর দ্যুতির দিকে চলে যায়
আমাদের শুধু দিকনির্ণয়ের ভুল
ফুলসাজে তবু মূল নাই—মূল আছে, ফুল
নাই। নাকের ডগায় মাছি; কন্ঠার উপরে মৃত আছি; মৃত্যু
কাহারো কাহারো রোমশ কুশলী হাতে—মরুভূর উটের আঘাণ—
গোবির বালিতে।
চারিদিকে নগরীর পুনরুজ্জীবনের সুর
এরপর কারো আর তিলে তিলে মৃত্যু হবে নাক'
মৃত্যু বিজ্ঞাপিত হবে—সব মৃত্যু
সকল শবের চুল পরিপারিত করে আঁচড়িয়ে দেওয়া হবে।
সাদা আকাশের প্রান্ত থেকে সাদা মিনারের চূড়ার তরঙ্গ
এপারের দেয়ালের থেকে ওপারের ধূসর দেয়াল
লুক্ক হাত বাড়তেই শেষ হয়ে যায়
কুকুর ও বিহঙ্গেরা ছটফট করে তাই
পথের ভিতরে পথ গোলকধাঁধার মতো চ'লে গেছে—সেই ধূম্র
যুবনাস্থের দিন থেকে?
পথে পথে সৃষ্টি সমুদ্রের সুর ভোরের আলোয়? সৃষ্টি সমুদ্রের সুর।
আমাদের ফেলে কেন সৃষ্টি কর?—আর্ত ডান হাত ভুলে
অনেক সেকলে বর্ম, অনেক বিকট যুদ্ধ, অনেক অন্ত মৃত
সময়ের কাছে নিষেধ জানাতে ভুলে গেছে।

এইখানে কাকজ্যোৎস্না

এইখানে কাকজ্যোৎস্না।

নক্ষত্রের আলো এসে গম্বুজের পরে
ঘড়ির কাঁটার রোল সব শান্ত করে

এইখানে প্রথম নগরী

অবসিত নগরীর মতো মনে হয়
তবু তা প্রথম ছাড়া অন্য কিছু নয়
কোথাও প্রেমিক নাই তার

সিংহের পশম ঘঁষে নগরকোটাল বনিতার

মতো গুপ্তচর মনে হয় গম্বুজকে
স্ফটিকের লোষ্ট্রে—ক্ষীণ আঁধারের তলে
(এইসব) দেখা দেয় মায়াবীর মতো জাদু বলে।

সময়: একটি মুদ্রা বিধাতার হাতে

হাতুড়ির পিটুনিতে প্রথম—সে—হতেছে নির্মিত
বাইজেনটিয় সম্রাটেরা বহুদিন পরে হবে কোথাও নির্গত
বহুদিন পরে হবে এশিরিয়া—রোম—ভারতের
মিনারে চটির শব্দ—কেশবতীদের
মাকড়সা—তবুও পেয়েছে সব টের
ইঞ্চি ইঞ্চি করে তাই গম্বুজের বিভা—
লুক্কের দেশে চলে যায়
ঘড়িদের ঘন্টার প্রতিভা
একসাথে বেজে ওঠে হাতুড়ির ঘায়।

ওইখানে বনানীর তৃণ

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ ওইখানে বনানীর তৃণ

ওইখানে বনানীর তৃণ

ঘিরে আছে তোমারে হরিণ

ওই এক মরকত: জীবনের ছবি
এ জীবন কেন তবু নিষ্কান্ত ভৈরবী।

বকের ধবল লন্ঠন সুমধুর
ভেসে যায় দূর—যত দূর
ততটা আকাশ মায়াবীর ইন্দ্রনীল
তবুও তো বিষাক্ত নিখিল।

ধর্মযাজিকারা তবু কি যে মোহাতুরা
তবু ওই বিকেলের মন্দিরের চূড়া
যেন এক মেধাবিনী ফুলের মতন
মৃত্যু হয়নি তার—চেনে না সে সুপ্রজনন।

সন্ধ্যায় কয়লার থনি
যেন এক লুণ্ঠিতা রমণী
তবুও সূর্যাস্তে মেঘ যেন তার দ্বিজন্মের মতো
বলিতেছে: এইখানে আমরা চেন তো। অন্ধকারে হাড়গিলা উড়ে আসে
সোনালি খড়ের পরে ঘর ভালোবেসে
বিশ্রুত মৃত্যুর হাড়ে সেই ক্ষেত সোনা— তার খড়
দূরবীনহীন ব্যাপ্ত রাত্রির ভিতর।

কবে চণ্ডীদাস মরে গেছে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ কবে চণ্ডীদাস মরে গেছে

কবে চণ্ডীদাস মরে গেছে—বিদ্যাপতি—কৃতিবাস ওঝা
শেফসীর—ক্র্যাশ—ব্যাস
রায়গুণাকর—ডান—বোদলেয়ার—ভিলোঁ—ভার্লেন—কীটস
তাহাদের মৃত মুদ্রা যেন ভৌতিক কলমের পরে
আমার রক্তের ছবি।

মাইকেল—হুস্ট শত্ৰু যেন—মানবিক নয় আর
কোনো এক বয়ঃসন্ধি চমকিত অবলুপ্ত ভূমধ্যসিন্ধুর কামনার

কুয়াশা পায়নি কিছু—চায় নাই
বাদকের ব্যাপ্ত হাত দিবালোকে
ডিগ্টিমের হর্ষে মুগ্ধ হয়ে।

অনেক গভীর মোম জমাট হতেছে আজও নীল জলে
ভিন্নতর সমুদ্রের—ইয়েটসের—রবীন্দ্রের—
গভীর দূরহ নাভি ছিঁড়ে মধু
অবিরল মক্ষিকারা তবু মশালের অগ্নি দেখে
নীড় ছেড়ে উড়ে যায়
এখন আসন্ন রাতে রৌদ্রঘড়ি মরে গেছে ব'লে।

কালো মথমল দস্তানার মতো ধীরে ধীরে আসে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ কালো মথমল দস্তানার মতো ধীরে ধীরে আসে

কালো মথমল দস্তানার মতো ধীরে ধীরে আসে
অন্ধকার
আমাদের শরীরের শীত তারে অবিশ্বাসে
ঠেলে ফেলে নাক'
আমাদের হিম—নিট—আঙুলের ধূর্ত মাড়ু
সেও তারে ভালোবাসে
জীবনের জ্যোতি ধূর্ততর? দ্রুততর, ধূর্ততর নয়
মেঝের উপরে কার অগ্নি জ্বলে
হে পুষা, তোমার
মনে হয়
শ্যাম দেশে এই অগ্নি বিড়ালের চোখ থেকে জ্বলে
গোমেদ মণির মতো মায়াবীর মতো জাদুবলে—

অনেক যখন কাজ সূচনায় ন্যূক্ত ক'রে যেতেছে ঘুমিয়ে
আফ্রিক রৌদ্রের ফোভ আর এক বার
মদের মতন ক'রে জল খেলে নিখিলের মূল পিপাসার
মানে বোঝা যায়

প্রেমের মতন ক'রে কালো চামড়ার গায়ে
বীজ বুনে
আবার প্রভাতে উঠে দেখিব কি নীলিমা দিয়েছি মোরা ধুনে
অনেক ধবল মেঘে—

এইসব খাড়া পাহাড়ের কোনো চূড়ার কোনায়
খাড়া পাহাড়ের কোনো চূড়ার কোনায়
দাঁড়ায়ে হয়তো বলা যায়
কাকজ্যোৎস্নার থেকে কাকজ্যোৎস্নায়।

শিশুটির চোখে কোনো রোগ নাই—তবু তার সুগভীরে মূলে
কোনো স্পষ্ট নিদ্রা নাই—তবুও সে বহুদিন জেগে রবে হেঁয়ালির ভুলে
ত্রিকোণ—পথের বাঁকে এসে
উষ্ণ সমুদ্রের প্রিয় পাখির মতন দূর নীড়, দূর ডিম
ভালোবেসে
ত্রিজটার এই জট—অমোঘ, অসীম।

কত সাম্রাজ্যের রমণীরা ঘুমায়ে গিয়েছে অন্ধকারে
হাতে তাহাদের ববিনের সুতো আজও—বহুদিন যাপনের সূতিকার ভারে
ঢের শান্ত রাত্রির নির্জন মৃগয়ামাংসে—প্রেমে, অভিসারে
সূচনা হল না কিছু
নগরীর সব ঘড়ি এক সাথে বেজে ওঠে যখন গভীর শীত রাতে
সব শেষ ট্যারা জাগরুকগুলো এইবার চেয়েছে ঘুমাতে
চারিদিকে উঁচু উঁচু গম্বুজের দ্রাঘিমায় দু—একটা নক্ষত্রের আলো।

খোড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো এসে ত্রিভঙ্গে দাঁড়াল
চেয়ে দেখে দেশ তার ভ'রে গেছে ছিন্ন ভিন্ন মগজের স্তূপে
'নিঃশেষ হ'ল না কিছু' বলিল সে কয়েকটা লোল মুণ্ড লুফে
মোরগের মাথা যেন ছুটতেছে আজও তার রক্তিম ঝুঁটিটার পিছু
জীবনের জ্যাতি ধূর্ততর?—দ্রুততর;—ধূর্ততর নয়
মেকের উপরে কার অগ্নি জ্বলে
হে পুষা, তোমার
মনে হয়
শ্যাম দেশে এই অগ্নি বিড়ালের চোখ থেকে জ্বলে
গোমেদ মণির মতো মায়াবীর মতো জাদুবলে।

এইসব খাড়া পাহাড়ের কোনো চুড়ার কোনায়
দাঁড়ায়ে হয়তো বলা যায়
কাকজ্যোৎস্নার থেকে কাকজ্যোৎস্নায়।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ যারা রচেছিল একদিন

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ কৃষ্ণ যজুর্বেদ যারা রচেছিল একদিন

কৃষ্ণ যজুর্বেদ যারা রচেছিল একদিন
আর যারা পিরামিড সৃষ্টি করেছিল—
দিকে দিকে যারা মরুভূমির বাদামি বালির পরে খরশান
ক্যাম্প গড়ে—
অবশেষে জন্ম, মৃত্যু, মৈথুনের খতিয়ানে তুষ্ট হয়েছিল
আর যারা নব নব জাতকের নক্ষত্রের তরে
যাত্রা করেছিল সব একদিন ম্যাজিদের মতো
বিশ্ববের অগ্নি থেকে জ্যোৎস্নাবিখণ্ডিত বরফের আভার উদ্দেশে
আজ তারা সব ঢের দূরে।

তবু আজিকার ঢের গভীর ঘর্মান্ত নদী
অশ্বামাংস, উটের গোবর
ডোরাকাটা সারসের অটুহাসি
কালো চেউ, খাকির পাহাড়
ভিত্তিপ্রস্তরের স্বাদ, টাটকা পনির
কমে ক্রমে তবু তারা হতেছে পামির
যারা সব শূন্য মাংস ঝলসায় অবিরাম গোলাপি আকাশে
লক্ষ সলতের মতো মৃত্যু পরিকীর্ণ হয়ে থাকে তাহাদের
বাঁয়া তবলায়—গর্তে—বাথরুমে—ঘাসে—

মনে হয় এইসব
যেন সব মৃত নক্ষত্রের মুখ
আজিকার মুমুক্ষুর দূরবীনে ধরা দিতে আসে।
মনে হয় হেমন্তরাত্রির স্থির— স্থিরতর সংস্কারে জোনাকির জ্যোতির মতন
নব নব জন্মের নক্ষত্রের তরে

ম্যাজিরা পায় নি কিছু কোনোদিন,—পাবে নাক' কিছু
তবু চলিতেছে—মরু গমের ক্ষেত, মরুর ক্ষেতের এরকুট
কিছু নয়—বিক্রি ক'রে উট বিক্রেতার কাছে যে কয়টা বিদূষক উট
অঙ্ককারে কিনেছিল—

তারপর চলিতেছে—চলিতেছে—
ম্যাজিরা পায় নি কিছু কোনোদিন—পাবে নাক' কিছু
কখনও শীতের রাতে মনে হয় আকাশরেখার ওই নক্ষত্রেরা
পরিচিত নারীদের ল্যাম্পের মতো যেন নিচু।

গভীর শীতের রাত—জোঝার ভিতরে শীত—আকাশরেখায় আলো—
ঘুম কেউ চায় নাক'
চারিদিক মৃত পরিচিত সব হেঁয়ালির অস্পষ্ট আধেক গান
পাথরের শিশিরে
ধূসর মরুর শীত তুলোর বালিশে অবিরল
কোনো সারমেয়—নিদ্রা নাই, সপ্ত ঘুমন্তেরা নাই
কারা যেন পাতলা কাগজে হিম পনির জড়ায়ে
মৃত বকুলের মতো ঘ্রাণ
বিড়ালের থাবার মতন মৃদু গান।

ম্যাজিরা পায় নি কিছু কোনোদিন—পাবে নাক' কিছু
কখনও শীতের রাতে মনে হয় আকাশরেখার ওই নক্ষত্রেরা
পরিচিত নারীদের ল্যাম্পের মতো যেন নিচু।
(হীরকের মাকড়ির মতো যেন নিচু।)

কোথাও অনেক দূর যেতে হবে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ কোথাও অনেক দূর যেতে হবে

কোথাও অনেক দূর যেতে হবে
কিংবা খুব নিকটেই
তবু ব্যবধান যেন—এক জীবনের—
শানিত শীতের রাতে যাত্রা শুরু—কয়েকটা মরকুটে ঘোড়া ভাড়া ক'রে নিয়ে

তাহাদের প্রিয় নাম ধ'রে ডাকি মোরা—তবু কোনো সাড়া নেই
তবু তারা জানে সব;—ফোঁড়ার উপরে মাছির কামড় খেয়ে চেয়ে আছে
অতি দূর দিগন্তের রৌদ্র—ভনভন মৎস্য সঙ্কি বাজারের, মৃত, অধোমৃত
মিছিলের দিকে

ভাবে তারা: কেন এরা যেতে চায়

তাহাদের বিশ্রী—কুশ্রী নাক ফুলে ওঠে হৃদ্য বেদনায়

আমাদের গুট অগুণতায়

এই পথে মার্কো পোলো চলেছিল একদিন

তার আগে আতিলা—হন—

কোথায় চলেছি মোরা শানিত নদীর রাতে—হাতে কোনো তরবারি নাই—

তীর্থ নাই

মাঝে মাঝে এক আধটু ভাঁড়ামির রস—ভৌতিক গেলাসের মতো

বধির আঁধারে পরস্পর বিনিময় করে—স্তব্ধ হয়ে চলিতেছি

সেই দিনে কনফুসিয়াস চলেছিল এই পথে একদিন

কি বা যায় আসে কে গিয়েছে—কে বা যেতে ভুলে গেছে

কি বা যায় আসে খ্রিস্ট বুদ্ধ জন্মে গেছে—অথবা গিয়েছে ভুলে জন্ম নিতে

আমাদের যেতে হবে—যেতে ভুলে যেতে হবে

আমাদের মৃত্যু পেতে হবে; আবার জন্মাতে হবে

জন্ম হবে জন্ম নিতে।

সূর্যপরিক্রমা কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসী নিয়ে খেলা করে কোনো দূর মরুভূর পথে

রক্তাক্ত আঁচলে তার আমাদের শৈশবের মূট হাসি দেখা দেবে আবার আর

এক দিন।

কিংবা তার সুবিলোল মেধে মোরা জন্মিব না আর

বুদবুদের মতো সময়ের সমুদ্রে ফুরায়ে।

নামের ওপারে নাম, পথের ওপারে পথ

যেন কোনো ত্রিকোণের পাশে এসে

গোলকধাঁধার থেকে নিজেরে বাঁচায়ে নিতে

নিজের নির্জন আলো এনেছিল যারা

তারা দীপ ধার দেয়

প্রতিবেশীদের স্নেহ করে

আমাদের তবু আলো নেই

অনেক নক্ষত্রভরা আকাশের চেয়ে কেউ কেরোসিন কুপি, জাপানি লন্ঠন চায়

সমীচীন মনে করে

কেউ দূর ফসফোরেন্ট সমুদ্রের দ্যুতি

আমাদের চোখে এসে সকল হেঁয়ালি হয়ে যায়

আমাদের তবু আভা নেই।

স্ববির বয়সে মোরা কৃতী নগরীর পথ থেকে সহসা এসেছি নেমে
মরকুটে ঘোটকের পিঠে চড়ে
পৃথিবীর দুর্মদ—ধূসর পথ দিয়ে যেতে কি যে সুখ?
বহুদিন গৃহিনীর সাথে পরিচয় হয়েছিল—তারপর হাটের সরাই
বহুদিন সম্মতিকে দেখিয়াছি, মানুষ হতেছে ক্রমে—
তারপর শিশু—দাস দিকে দিকে অখাদ্য খনির গর্ভে।
কোনো একদিন হস্তা করে বলে—জানিয়াছি
জেনেছে উর্বশী—সেও কেন রুঢ় হয়ে অমৃতের স্থলে
অনৃতকে পেয়ে
তারপর যে—কে—সের তরে শানিত নদীর রাতে অবিরল
উল্লিপিরা গণিকার ভিড়
অবিকল কড়ি আর পারানির কলরব—কলরব—
এইসব বালিকাকে—
তাহাদের শিশুকালে ফিরে পেলে—আমাদের জানুর উপরে—
উষালোকে আবার বসায় একে একে মুখ চিনে দেখিতাম সকলেরে চিনি তবু।
অমোঘ তিমির রাতে দুরারোহ শীত আজ—আমরাও অনেক স্ববির
আমাদের কেউ কেউ এইসব প্রত্যাঙ্গন নগ্ন নারীদের বুক
ভোটকম্বল ছুড়ে দিয়ে গেল—বিপন্ন শ্রদ্ধায়
আমরা স্ববির ঢের
কোনো সংহত দীপ নাই আমাদের
সকল অতীত পুড়ে গেছে
হাতের আয়ু—রেখা স্বলে ওঠে নারীদের বড় গোল চাঁদের অনলে
আমরা চলেছি ওই—এই ভেবে: আমলকী চাই করতলে।
কতদিন কোনো এক ঐশীর নিকটে যেন
প্রার্থনার মানে ছিল
তারপর এরা সব: ঈর্ষা, যুদ্ধ, মারীর প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে
ক্যাম্প খোলে
আমরাও জানি—কোনো দ্বার নাই আর খুলিবার মতো
আলো অন্ধকার কুশতারা খারকীর্ণ ছাড়া কিছু নাই আর।

কোথাও নতুন বুদ্ধের যেন জন্ম হয়

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ কোথাও নতুন বুদ্ধের যেন জন্ম হয়

কোথাও নতুন বুদ্ধের যেন জন্ম হয়
এই ভেবে চলিতেছি
বহুদিন ধরে স্মুরিতেছি মোরা
যেমন বনের পথে রক্তাক্ত জ্যেষ্ঠের রাতে ফিরিতেছে ঢোঁড়া
কোথাও ব্যাঙের যেন স্বাদ পাবে ব'লে।
ত্রিপিটক—অম্বপালী—সেই সব ধূসর আবর্ত ফের
বুদ্ধের জনক আর বুদ্ধ জননের
সেই সব রোমহর্ষ—অবসাদ গোলকধাঁধার দিন—
শান্তি—তবু পুড়ে যাবে তারপরও পৃথিবীর তৃণ
পুষ্ট কোনো সমীচীন সাধুপুরুষের
বালখিল্য থেকে মৃত্যু—বালখিল্য—
কয়েকটা ডাইনোসোর যেন চড়ুইভাতি ক'রে কলরবে ডুবে গেল
মেছোবাজারের থেকে গ্রে স্ট্রিটে—গঙ্গা—গঙ্গাসাগরের জলে
ফার্পোর বাড়ি থেকে—বাঁক মুছে—প্রাগৈতিহাসিক কোলাহলে।

জীবনের সাথে আমাদের রুঢ় পরিচয় হয়েছিল

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ জীবনের সাথে আমাদের রুঢ় পরিচয় হয়েছিল

জীবনের সাথে আমাদের রুঢ় পরিচয় হয়েছিল
হয়তো বা হয়েছিল মূঢ় পরিচয়
অনুরাধা—শতভিষা নক্ষত্রের রূপ হয়তো বা পঞ্জিকায় দেখে গেছি।
নগরীর নোনাধরা দেয়ালের দ্রাঘিমার পার দিয়ে
লম্বপট আকাশের দিকে চোখ ফেরাতেই
গৃহিনীর অল্লব্যারামের বিশ্বে
ছয়টি শিশুর শুশুকের মতো আক্লত আকীর্ণ ক্ষোভে আবার এসেছি ফিরে
মারী—ভিষকের মতো বসে আছে গৃহ যেন মড়কের ইঁদুরের ভিড়ে।
এক আধ মুহূর্ত শুধু—
তারপর ইঁদুরের জয় পেল—জয়—তবু মোর মেরুদণ্ড, মনন, আধার
'ধাড়ি ইঁদুরের মতো মনে হয় কেউ নাই আর'

বলিল গৃহিণী স্ফুরে তাহার মুমূর্ষু চোখে নিখিল জড়ায়ে
মানুষের চামড়াও এই সদ্য—অমৃতার গায়ে
নেই
তার আর আমাদের যাত্রা তবে পঞ্জিকার নক্ষত্রপথেই।

ঢের কবি মরে গেছে সচকিত হয়ে যেন নিশীথের ভূতের মতন

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ ঢের কবি মরে গেছে সচকিত হয়ে যেন নিশীথের ভূতের মতন

ঢের কবি মরে গেছে সচকিত হয়ে যেন নিশীথের ভূতের মতন
সহসা উষার রৌদ্র—নারিকেল কাণ্ড—রঙিন শামুক সব দেখা গেল বনে
তবুও রাতের জীব নয় তারা—প্রবাল বীজের মতো লুকায়েছে
ঝিনুকের অন্ধকারে
কোনো দূর নিম্ন সমুদ্রের তলে;—সূর্যের ডিগ্ভিম নাই আর
তারা পিতামাতাদের কোল থেকে জন্মে নাই—নির্জন বায়ুর রাতে
স্বাতী নক্ষত্রের থেকে সুরা
বন্দরে খারিজ কবেকার
হিম্পানির জাহাজের মতো
সেই উপনিবেশের দিকে চলে যায়
বিবেক ডেকেছে ব'লে।

বিবেক ডেকেছে ব'লে।
তারপর মুক্তি দেয় সকলকে
কোনো ধীরের হাত যেন অসীম কালের মতো ঘুরে ঘুরে
মেধাবী শক্তিকে
চিনে নয়—ছুড়ে ফেলে—চিনে নয়।

ঢের দূর থেকে বন্ধুজনারে চেনা যায়

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ ঢের দূর থেকে বন্ধুজনারে চেনা যায়

ঢের দূর থেকে বন্ধুজনারে চেনা যায়
দূরবীন—থেকো বিষম আমোদ নীলিমা হয়েছে তাই
চির পরিচিত মুখের মতন মূর্খ কিছুই নাই
জলের গেলাস কাজ ক’রে যায় মূঢ় সশরীরে এসে
তোমার আমার লোল রসনাকে ভালোবেসে।

ভ্রান্ত হৃদয় সিন্ধু বকের ডানায় পিছনে ধায়
দূর থেকে ওরে ভালো ক’রে চেনা যায়
দুই হাত বুকে নদীর ভিতরে ভাসিছে কুশলী শব
ঢের কথা ভেবে প্রাণের দুয়ারে আজ তার পরাভব।

তবু জানে : প্রিয় মৃত্যুর মত দূরতম কেউ নাই
মহাসিন্ধুর মতো ঢের দূর হয়ে গেল—ক্লীব—তাই
বাহু বাড়াতেই তাহারে কে আজ পায়
দূরবীন—থেকো বিষম আমোদ ফলে ওঠে নীলিমায়

তখন সকল প্রেম মরে যাবে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ তখন সকল প্রেম মরে যাবে

তখন সকল প্রেম মরে যাবে—সব প্রণয়ীরা
সূর্যাস্তের আভা আসে ঢের পেয়ে—সচকিত হরিয়াল পাখির মতন
অবসন্ন দীর্ঘ গ্রীবা সমান্তরালে রেখে—মিশে যাবে বাষ্পের ভিতরে
ঢের পাব হেমন্তের সংস্কারে—হয়তো ইরান সিন্ধুর দিকে চলে গেছে
হয়তো বা ত্রিভুজ নভের দিকে—বিস্ফারিত হেঁয়ালির মেঘে

হয়তো মৃত্যুর দিকে; —আমার এ চুপ—নিচু—মৃত্তিকার দেশে
শৈবাল হতেছে আরও ঋদ্ধ, কালো—নলখাগড়ার বনে নীড় আছে,
আকাঙ্ক্ষার মেধা

নদী নেই—অথবা সে নির্লোভ বায়ুর অস্পষ্টতা—অথবা সে জলপিপি
সব জল তার মৃত মসৃণ হিম এক নেউলের শরীরের ধূসরতা
তখন স্ববির আমি—তুমি—আমি;—ডানা ভেঙে গেছে ব'লে সেই
দূর ঔপনিবেশিক
সৌর উদযাপনে উড়িতে পারিনি মোরা সহোদর পাখিদের মতো
তখন নিস্কর মোরা—পাতার মতন, শামুকের মতো, পাথরের মতো
হেমন্তের রাত্রি এল বলে—বিপরীত প্রদীপের থেকে তবু ম্লান
আলো,—প্রতিকূল পর্দার পাশে—ধূসর অন্তিম ঘ্রাণ—নীরবতা নয় তবু
(আমাদের) যৌবনে রৌদ্রাক্ত দিন ছিল—লোভ ছিল—মনে হবে—আজও
ঘুমায় রয়েছে কে বা স্বর্ণশীর্ষ মনীষার মর্মর মেঝের পরে
কেউ ঘুমে নেই;—আমাদেরও নিস্করতা বায়ু পাবে—পাঁজরের হিম হাসি
উষ্ণ হবে
মোম থেয়ে—যাহারা যেতেছে মরে—যাহারা গিয়েছে মরে—
বহুদিন—পৃথিবীতে
সেই সব নিঃসম্বল ভূতের ভিতরে দু—একটা দানো ছিল—হয়তো বা তুমি—
সেই সব নিঃসম্বল ভূতের ভিতরে দু—একটা দানো ছিল—হয়তো বা তুমি—
বেএবতী নদী যেন বানীরের বনে রুষ্ট—আলাপী পেঁচার মতো আমি
কথা কব, কথা কব সারা রাত—আবার বলিব গল্প জীবনের গভীর রগড়ে
নব নব মৃত শিল্প, নষ্ট শস্য, অবিরল উজ্জীবিত ধূষ ইঁদুরের
নব নব উল্লেখ শালিকী বুদ্ধি ব্যাপ্ত ইঁদুরের।

না জানি কী সব মঙ্গলের দিকে চেয়ে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ না জানি কী সব মঙ্গলের দিকে চেয়ে

না জানি কী সব মঙ্গলের দিকে চেয়ে
আমরা নেমেছি মাকড়সা—মৃত সিঁড়ির পথটি বেয়ে
কী যে হিম পথ—কোথায় যে যাব—জানি না তো তাহা কিছু

স্মুরেছিল প্রাণ অনেক বইয়ের—ঢের মানুষের কঙ্কালগুঁড়ি থেয়ে
উঠেছিল স্বপ্নে একদিন যেন কেরোসিনভোজি লোল সলতের মতো
কাচের চিমনি আড়াল করিয়া বাইরে ঝড়ের দানোয় পাওয়ার পিছু।
কী যে এ নতুন পথের প্রকোপ—মৃগেল টোপ গিলে নিয়ে কেমন
ক্ষোভ যে আহা

হে মৃত মানুষ—বইয়ের পৃথিবী কেমনে জানাব তাহা
তোমরা বুঝেছ অনেক বেদনা যেন বেলেয়ারি বর্তুল নীড়ে থেকে
জেনেছি তবুও সূর্যের নীচে—মাটির ভিতরে কৃমিও জানেনা যাহা
শানিত ক্ষুধায় বিমূঢ় সাপের দুমুখ নিজেই গ্রাসে
উটপাখিদের গর ঠিকানা কি বালির আরামে চোখের কাঁপুনি ঢেকে?
ক্ষুরঘর্ষণ শুনি ঝামার সড়কে লোপাটের সারাদিন
অনার্য, জুলু, ভারতি, হাবসি, কাফির, নিগ্রো, চিন
মনে হয় যেন কোথাও নবীন পৃথুর জন্ম হবে?—
সাগর হানিছে। নীলিমার নীচে দোলনায় সমাসীন
সেও যেন রবে?—কিন্তু কোথায় সিন্ধুর পারে সোনালিখড়ের ভিড়
অন্তবিহীন তামাটে পথিক সাড়া দেয় শুধু জন্ম মৃত্যু মৈথুন জনরবে। ঘাসের শিষটি কেউ নয়
তার—সেতু, টাগড়ার দেনাপাওনায় কলরব করে নদী
বিরামবিহীন ক্যারাভেনগুলো ধূম্রবালুতে অস্তসূর্য ফোদি
হয়তো দাঁড়াবে নব উষালোকে নোনাধরা পথে চেরিফুলদের পাশে?
বহু ইতিহাস ডিঙায়ে তাহারা চলিতেছে নিরবধি
কৃষ্ণবর্ণ খোজা, ক্রীতদাস, তুণীররক্ত, শ্রাপদ, মালতিশব
মিলন ঘটাতে চেয়েছে হয়তো তবু একদিন খোঁদল ও নীলাকাশে।

প্রথম যৌক্তিক জন্ম নিল

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ প্রথম যৌক্তিক জন্ম নিল

প্রথম যৌক্তিক জন্ম নিল—
জন্মিতেই হবে বলে—নয়—
এইখানে পৃথিবীর পরিসর
পীন তুলটের ঘ্রাণ—উয়ে—কাটা ইতিহাসময়

এখন সংহতি তবু
কোনো রক্ত তারে ঘিরে নয়
চারিদিকে বাতাসের সমারোহময়
মাইক্রোফোন
থেকে উঠে এসে বলিবে সে: ‘হৃদয়ের বোন
দূরুহ গভীর নাভি—মধু—’

অন্তরের ওয়েসিস ডলে
বালুকাকণিকা ওঠে জ্বলে
ফণিমনসার ভিড়ে তুণ
একদিন মানে পরাধীন
তা না হলে প্রেম শুধু জলের মতন
শৈশবে থাকিত চিরদিন—

আজ তবু দূরুহ গভীর নয় নাভি
যৌবন: তুষার আজ সাত নব্বরের স্তরে, শ্যাময়ের খুরে
জনতা: সমুদ্র আজ বিরাট গন্ধক রক্তস্রাবী
আজ শুধু যৌক্তিক—প্রাঞ্জল—প্রাথমিক
ঝিনুক মায়ের গর্ভ—যৌতুকের থেকে উঠে
প্রাক্তন জন্মের নৈসর্গিক
ঠোঁটের কিনারে সৌর দুষ্কফেনা
সোনালি বৃশ্চিক যেন মানুর মুকুট

রোমশ চোখের নীচে ধীবরের
বিলোল হাতের পরে তার
সাম্রাজ্যের অস্পষ্ট বিপ্লব
কুমেরুর অনন্ত তুষার।

প্রেম কি জাগায় সূর্যকে আজ ভোরে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ প্রেম কি জাগায় সূর্যকে আজ ভোরে

প্রেম কি জাগায় সূর্যকে আজ ভোরে?
হয়তো জ্বালায়ে গিয়েছে অনেক—অনেক বিগত কাল।

বায়ুর ঘোড়ার খুরে যে—পরায় অগ্নির মতো নাল
জানে না সে কিছু—তবু তারে জেনে সূর্য আজিকে জ্বলে।
চিনের প্রাচীর ভেঙে যেতে যেতে—
চিনের প্রাচীর বলে:
অনেক নবীন সূর্য দেখেছি রাতকানা যেন নীল আকাশের তলে;
পুরোনো শিশির আচার পাকায় আলাপী জিভের তরে;
যা—কিছু নিভৃত—ধূসর—মেধাবী—তাহারে রক্ষা করে;
পাথরের চেয়ে প্রাচীন ইচ্ছা মানুষের মনে গড়ে।

অথবা চিনের প্রাচীরের ভুল—চেনেনি নিজের হাল;
কিন্ধা জ্বালায়ে গিয়েছে হয়তো অনেক বিগত কাল;
অগ্নিঘোড়ার খুরে যে—পরায় জলের মতন নাল
জানে না সে কিছু—তবু তারে জেনে সূর্য আজিকে জ্বলে;—
ববিনে জড়ানো মিশরের মমি কালো বিড়ালকে বলে।

মনে হয় যেন মূল চাহনিতে দিনরাতগুলো ছেকে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ মনে হয় যেন মূল চাহনিতে দিনরাতগুলো ছেকে

মনে হয় যেন মূল চাহনিতে দিনরাতগুলো ছেকে
বেকুব চাদরে বারবার সব ফোঁপরা মৃতকে ঢেকে
মনে হয় যেন আমাদের এই চিরঅভ্যাস থেকে
দিলাম তাহারে ফলবান ক’রে নিখিলের হাতে তুলে।

নিমেষেই যেন মৌন মূর্তি নদীর পানীয় তুলে
ফল ছিঁড়ে ফেলে প্রত্যাগমন করিল রঙিন ফুলে
আমাদের এই বস্ত্র আঁটুনি যেন ক্লীবতম ফাঁস
আমাদেরই লোল পরিধানগুলো পোলট্রির বালিহাঁস।

স্ক্রীতোদর ওই শবগুলো শোনো কাঁধে করে হাঁসফাস
তারাও কি ভাই আর কোনো গুট মূল নিয়মের দাস।

নিমেষেই যেন মৌন মূর্তি নীর পানীয় তুলে
ফল ছিঁড়ে ফেলে প্রত্যাগমন করে না রঙিন ফুলে।

মনে হয় হেমন্তের জ্যোৎস্নায়

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ মনে হয় হেমন্তের জ্যোৎস্নায়

মনে হয় হেমন্তের জ্যোৎস্নায়
সাদা তাম্বুর মতো কুয়াশায়
আজও ঢের লোক দূর—দূর প্রান্তরের ক্যাম্পে
নারী মেঘ গাভীযুথ লয়ে আদি পিতাদের মতো সন্নিবদ্ধ
হয়তো বা দীর্ঘ দেহ তাহাদের—জটায় ধবল;
এখনও শৈশব প্রাণে
কিংবা আরও শৈশবের সুর ভেসে আসে মাইক্রোফনে
বালটিক সমুদ্রের তীর থেকে।

এইখানে হেমন্তের আসন্ন কুয়াশা রুপ্ত ফণার মতন
সমাকুল গ্যাসালোকে হারায়েছে ফণিনীর ধন।
লাল, নীল, ট্রামের প্রদীপ:
ঘড়িধরা দুই কোয়ার্টার চেয়ে থেকে মনে হয়
অচেতন আমাদের সাথে
নেপথ্যের চেতনার যোগ;
নিসর্গ করেছে এসে নিজেরে প্রয়োগ
ইহাদের প্রতীকের মতো ভুলে সমাচ্ছন্ন নগরীর রাতে।

আধো চেনা—আধো নিমন্ত্রণ
আমরাও;
আমরাও বিসর্পিত গতির মতন
বিজর, চেতন, অচেতন।
তবু
কোথাও রয়েছে নিয়ন্ত্রণ
হয়তো বা কভু।

যত জোরে চলি—তত দেরি;
বিদ্যুৎ: কমঠের মতো মনে হয়
গভীর সাহস চোখে—সজারুর মতো ভয় কন্টকময়।
তবুও আরাধ্য চোখে নিমগ্ন আঁধার।
সূর্য এসে দেখে যায়—হেসে যায়—জীব পায় লয়।
এখানে উল্কির হর্ষ—কয়লার গুঁড়ি, ফেনাময়
সিন্ধুর কাকের মতো রাত্রির আগুনফ—লম্বনে জেগে রয়।
সে কোন সমুদ্র এত প্রীত, আধোমৃত, এত ভীত, এত বরাভয়।

হে আঁধার অগণন গলি,
কাহিনি গিয়েছে চ’লে অনেক আশ্চর্য গল্প বলি;
তারপর নেত্রবোগ—ইন্দ্রধনুরাশি
সূর্যগ্রহণের ঘোরে উঠিতেছে ভাসি
লক্ষ মূঢ় যতদূর চ’লে যায় তত
আরও রক্ত রবাহূত পেনুশ্বার মতো।

যদিও রয়েছে বেঁচে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ যদিও রয়েছে বেঁচে

যদিও রয়েছে বেঁচে ১৯৩৮—এ আজো মোরা—
তবু আমাদের জন্ম যেন হয়েছিল কোনো এক ধূসর শতকে—মধ্যযুগে—
দেহের আরাম দিতে গিয়ে মোরা বিদ্বানের জন্ম দিতে পারি নাই
অনুভব করিয়াছি—পৃথিবীতে ঢের নদী আছে
(আজ মনে হয় পীত স্ফীত মুখ বগলার কুলোর বাতাস)
অনুভব করিয়াছি একদিন—কোথাও মুকুর আছে—
সেইখানে মুখ দেখে নিলে
অস্তগিরির পড়ন্ত সূর্যকে—ব্যথা নয়—অমোঘ ইশারা ব’লে মনে হবে
সে সীমাহীন কোম নীলিমার।
তারপর মনে হ’ল স্ফীত। স্ফীতস্তন দানবীর স্যাডিজম
যেইখানে মুকুরের বিভা ছিল

সেইখানে অবোধ ফাটলে বিচূর্ণ হয়ে
গ্রাম গ্রামান্তরের মূঢ় সূতিকাঘরের সদ্যঃপাতি শিশুদের মতো
লক্ষ লক্ষ কাচের কণিকা
শতাব্দীর ছবি ধরে আছে আজ।
আমরা মুকুর তবু গড়িব না আর
মুকুরের আভা ছিল?—
আমাদের বিশ্বাসের স্বাদ বহুদিন বেঁচে থেকে হয়ে গেছে কৃমিঘন
এই পৃথিবীতে ঢের নদী ছিল একদিন (বিশাখা, শতদ্রু, রাভি, রেবা, তাস্তি)
সেইখানে শুষ্ক খাদে—বালুর ভিতরে ক্যাম্পে বসে থেকে সারাদিন
আমরা দেখিতে আছি বুনোহাঁস সূর্যবিশ্বের দিকে উড়ে যেতে যেতে
হয়ে গেল স্ফটিকের মতো আলো—লাল মরু, নীল জল
তবুও মৈথুন, ভয়, অসময়—শাবকের তরে গুণাগার রেখে মৃত্যু।

এইসব আধোবিস্মৃতির দেশ; মাথার উপরে নীল বায়ুর ভিতরে।
তবু এরা পরম্পরা
আমাদের দ্রুত মৃত্যু দ্রুততম ব্যক্তির, শ্লথ মৃত্যু মন্ত্রের
ব্যক্তি শুধু মানবিক কোনো সংঘটন নয়।
কারা আলো আর অল্প রেখে গেছে
অন্ধকার গুমোটের রাত দেখে?
জল রেখে গেছে? ক্ষুৎপিপাসায় কামুকের মতো দেহ প্রশ্নপূর্ণ করে ফেলে
আকাশ এসেছে (শুধু) নেমে আমাদের কাঁধের উপরে—নির্বাকব শবের মতন
আমাদের ভারবাহী উট জেনে
আমাদের শেষযাত্রা এইসব আত্তিলার অধিকৃত পৃথিবীর দ্রাঘিমায়
উত্তোলিত গ্রীবা নিয়ে অভিভূত বায়ু—জন্তুদের মতো
যেন এক নিঃসংশয় যোজনায়।
আমাদের ট্যাঁক থেকে কয়েকটা মর্মরের ডিম বালুর উপরে থসে গেল
উটের বিষ্ঠার নীচে
মৃত বেদুইনদের নির্ভাঙ্গ চোয়ালের ফাঁপরে বিষম খেয়ে ডুবে গেল;
ডুবে যাক।
তবু আমাদের তরে এই সব বুদ্ধমূর্তি আজো লোল, লীলাময়—
আজো কুকলাস ডিম—
আমরা মুকুর, তবু গাড়িতে পারি না আর।

যারা মরে গেছে তাহাদের কথা ভেবে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ যারা মরে গেছে তাহাদের কথা ভেবে

যারা মরে গেছে তাহাদের কথা ভেবে
পাদপ্রদীপ পায় না তো তার শিখা
এখানে—সেখানে—যদিও গিজের গম্ভীর অহমিকা
প্রতিধ্বনিকে একদিন যেন কামানের চেয়ে আরও ঢের বড় ধ্বনিকে
ফিরায় দেবে।

প্রেম তার হাতে ছেড়ে দাও তবে, ত্রিকাল ভুলেছে যারা
সেইসব দূর শিল্পী পাখিরা তাতেই তৃপ্তি পাবে
এছাড়া, রাত্রি আমাদের তবে—আজ ভোরে জেগে সূর্যের অনুভাবে
সূর্য গড়িলে সেখানেও কিছু পাওয়া যাবে নাক’ আর পিরামিডদের
নিরুত্তরতা ছাড়া।

রজনীর অন্ধকার এইরকম

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ রজনীর অন্ধকার এইরকম

রজনীর অন্ধকার এইরকম।
তবুও আরও অন্য এক অন্ধকার আসে
মোমের প্রদীপ হাতে—কোনোদিন—
কিশা গোতমীর মতো মূঢ় হয়ে চলে যাক’।

যেই রমণীকে মোরা পেলাম না কোনোদিন
আমাদের তাড়সের দিনগুলো বহুদিন হয় শেষ হয়ে গেছে ব’লে
সেও সেই মৃত্যু—অন্ধকার
তাহার ছায়ায় মোরা বিষয়ী, পলিতকেশ, সপ্ত ঘুমন্তের মতো

ঘুমের ভিতর দিয়ে মৃত্যু পাব
মৃত্যুর ভিতর দিয়ে দেশলাই—আলপিন—গিনিপিগ—

আমরাও নীলিমার শকুনকে দেখি নাই কোনোদিন
তবু তার পরিবর্তে আকাশে হাউই বাজি ছুঁড়ে
সেই অগ্নিচূড়া যতদূর উড়ে যায় দেখিনি কি?
(আকাশকে এর চেয়ে কারা বেশি দেখে)
আমাদের তাড়সের দিনগুলো বহুদিন হয় শেষ হয়ে গেছে ব'লে
সেও সেই মৃত্যু; অন্ধকার

ঘুমের ভিতরে সিংহ নড়ে
অরণ্যের নয়
মেঝের উপরে অগ্নি জ্বলে—
হে পুষা তোমার নয়।

দিনের আলায়ে যেই নগরীকে মোরা আধোসৃষ্টি ক'রে
কঙ্কালের স্থূপে ফেলে গেছি
ঘুমের ভিতরে আমাদের নাসিকার ডাশা তবু—
তবু তার—পরিচ্ছন্ন মিনারের চূড়ার মতন।
অসমাপিকার কাজ সাঙ্গ করে।
আমাদের তাড়সের দিনগুলো বহুদিন হয় শেষ হয়ে গেছে ব'লে
সেও সেই মৃত্যু, অন্ধকার।

সময়কে ধরে রাখা মহা দায়

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ সময়কে ধরে রাখা মহা দায়

সময়কে ধরে রাখা মহা দায়
গভীর মাশুলে তারে কেনা যায়
তবুও হাঁটিতে হয়—তবুও ছুটিতে হয়
অনেক সময়ই ডেঁপো অসময়
কেবল সারস ওই সারাদিন

শুধিছে নভের কাছে নীল ঋণ
শবের চালানি ক’রে কে তারে গুদামে পায়।

ঢাউস জাহাজ আসে মালয়ের থেকে
উটের মহান মাথা নীলিমায় রেখে
সাগরকে মনে করে মরুভূমি
তার কাছে কঙ্কাল আমি—তুমি
তবুও ছুটিতে হয়—তবুও টানিতে হয়
অনেক সময়ই ডেঁপো অসময়
ধূসর চাদরে মুট মৃতদের মুখ ঢেকে।

তবু ব’সে থাকিবার—ফাঁপা হাড় পোহাবার দিন
আমাদের আছে ঢের—সাগরের জলে মীন
না হয়ে ইজারা করা ঢালু পুকুরের
আমরা রয়েছি টারা জাগরুক ঢের
যত দৌড়াই মোরা দামি পুলিন্দা ঘেঁষে
সময় ঘেরাও করে তত স্থির দস্তানার মতো এসে
তবু দৌড়—কক কক কক হাসি সবচেয়ে গুট সমীচীন।

সান্ত্বনার কথা ঢের ভাবা গেছে আঁধার রভসে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ সান্ত্বনার কথা ঢের ভাবা গেছে আঁধার রভসে

সান্ত্বনার কথা ঢের ভাবা গেছে আঁধার রভসে
তিতিরের ডিম থেকে আকাশের সূত্র তবু নয়
রাত্রির ভিতরে শুয়ে বিড়াল কুশনে মুখ ঘষে
মরুভূগিরির মেধে (সিংহের জন্ম তবু হয়)
সিংহদম্পতি জেগে রয়

শ্লথ পিপাসার জিভ মধু চায়—ল্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে বিহঙ্গেরা জানে
সমুদ্রের ভয়ঙ্কর তিক্ত ফেনা পিতৃপুরুষের মতো ব্যুট
বহুদিন পৃথিবীতে বেঁচে থেকে জীবধাত্রী জরায়ু সজ্ঞানে
চায় এই তপঃশক্তি—কঠিনতমের থেকে হবে সমারুঢ়

ম্যাজিনো লাইনরা হবে সম্মুখীন—আরও ঋদ্ধ মানুষের মন
ভেঙে ফেলে দেখা যাবে কৃষ্ণতর হয়ে আছে—বিষাক্ত নিখিল
মৃত্যু যেন পিরামিড—অন্ধকার ববিনের সুতোর মতন
তবুও মানুষ আর মমি নয়—সৌর সমুদ্রের মতো স্টিল—নীল।

সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার

সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার:

সেই কথা বোঝা ভার।

অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে মানব প্রাণ

গড়িয়া উঠিল কাক্রির মতো সূর্যসাগরতীরে

কালো চামড়ার রহস্যময় ঠাসবুনিটি ঘিরে।

চারিদিকে স্থির—ধূম্র—নিবিড় পিরামিড যদি থাকে—

অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে মানবপ্রাণ

সূর্যতাড়সে ভ্রুগকে যদিও করে ঢের ফলবান,—

তবুও আমরা জননী বলিব কাকে?

গড়িয়া উঠিল মানবের দল সূর্যসাগরতীরে

কালো আত্মায় রহস্যময় ভুলের বুনি ঘিরে।

সেদিন—সারাটা দিন—অনেক শ্মশানে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ সেদিন—সারাটা দিন—অনেক শ্মশানে

সেদিন—সারাটা দিন—অনেক শ্মশানে

কাটায়েছি—অনেক গম্ভীর কথা নির্জন পেঁচার মতো

মেধায় ভাবিব ব'লে—জন্ম আর মৃত্যুর তারিখে সব ফাটল, ফলক,

ঘাস।

অগণন মুদ্রা, ছবি—তবু যেন—মিছিলের মতো
শরীরে শব্দের মতো লেগে থাকে যেন কোন দূর প্রান্তরের
হয় আর নবীদের।
কোথাও ভাঁড়ারে ঢুকে কবে যেন অতি শীত পুরানো মদিরা
একবার খেয়ে গেছি;—চামচিকা দেখেছে তা—হয়তো পণিরথেকো
আরশোলা
আঁধারকে দ্বিধা ভিন্ন ক’রে উড়ে গেছে প্রাচীন বিস্ময়ে।

অর্ধেন্দু গিয়েছে ম’রে—সান্যাল গিয়েছে—নূরুল্লবী—নবনীতা
মক্ষিকার নীড় থেকে হত মোম ছিল যার তামাসার সঙ্গে লেগে
দুরূহ—গভীর নাভি ঘিরে মধু ছিল
এসব বৈদূর্যমণি লোষ্ট্র ভেবে বৈতরণী ফেলেছে ডুবায়ে।
আলোকের প্রয়োজন নাই আর—একদিন আমিও নদীর তলে গিয়ে
সেইখানে
পাথরের ভিড়ে আরও ঘন সঙ্গীহীন অস্পষ্টতা হয়ে রব
নেউলের মতো হিম ধূসর জলের চোখ ধুলো দিয়ে
মৃতদের ভালোবাসা (হয়তো বা) ক্রয় করা যায় নাক’ আর;
অনন্তের ভাঁড় তবু আমি
তুমিও জানিতে, নবনীতা, সজারুর মতো ক্ষিপ্ত অমোঘ কাঁটায়
জেগে ওঠে।
তোমাদের কালো জলে আমার মৃত্যুর লোষ্ট্র—তাই
শনৈশ্চর গ্রহের মতন ঘুরে ঘুরে ঘুরে
নয়টি রসিক চাঁদ সঙ্গে লয়ে
তবুও অনন্তকাল ঘুরিয়ে কেবল।

স্ট্রচারের ‘পরে শুয়ে কুয়াশা ঘিরিছে বুঝি

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ স্ট্রচারের ‘পরে শুয়ে কুয়াশা ঘিরিছে বুঝি

স্ট্রচারের ‘পরে শুয়ে কুয়াশা ঘিরিছে বুম্বি তোমার দু—চোখ:
ভয় নেই, মৃত্যু নয় কোনো এক অপদার্থ অন্যায়ে আলোক;
তাহলে কি এত লোক ম’রে যেত মশালের লালসায়—মাছির মতন?
অমৃতের সিঁড়ি ব’লে মানুষেরা গড়িত কি এত সাদা শ্লোক।

আজ মৃত্যু; এর আগে ম্যাটাডরদের মৃত্যু ছিল নাকি স্পেনে?
লড়েছে বীরের মতো, রাঙা রৌদ্রে আপনারে সবচেয়ে হামবড়া জেনে
থেয়েছে আঁধার রাত্রি অকস্মাৎ। তবু এক হরিয়াল: বাংলার পাখি
শিকারির—গুলি—সার—নীলাকাশ ভেবে নেয় মরণকে মেনে। তবু মোরা দিবালোক উত্থাপন করি
রোজ শৌণ্ডিকের মতো;
গেলাস ভরিয়া দেই;—মনে হয় কম্পাস, সিন্ধু, রৌদ্র,—জীবন ফলত
ধীমান মৃত্যুর চেয়ে। ম’রে গেছে: ভূস্থরের অন্ধকারে চূর্ণ তারা।
কিন্তু আমাদের আয়ু সানস্পট গিলে ফেলে সূর্যের মতন ব্যক্তিগত।

হয়তো বা কোনো দূর পিরামিড দেখা যাবে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ হয়তো বা কোনো দূর পিরামিড দেখা যাবে

হয়তো বা কোনো দূর পিরামিড দেখা যাবে—অন্ধকার সূর্যমন্দিরের পাশে
জনরবহীন বালির সমুদ্রে নেমে—বায়ুর তরঙ্গে ভুলে—একদিন—
আমাদের দীর্ঘ—দীর্ঘতম যাত্রার শেষে?
না—না—মৃত কবরের তরে আমাদের যাত্রা নয়
ভূগর্ভের অন্ধকার সুগন্ধি শয্যায় শুয়ে—নিরুত্তর—চিরদিন—
বহু সমাধান আছে—তবু মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়। আবার প্রভাত এল আমাদের সহযোগীদের
ঠাণ্ডে—মরুভূমির পথে—
বেতমিজ উট পালায়ে গিয়েছে—লোল সূর্য তবু
আমাদের চালাতেছে—মাতুলের মতো হেসে

তাই বালি তত তাতে নাই
দুপুরের আলাপী বাতাসে কোনো এক নিকটের নগরীর কসাইখানার ঘ্রাণ
আমাদের প্রাণে এসে বলে গেছে: 'তোমরা দানব নও
হে নিগূঢ় মানবিক অনুধ্যান, মানুষকে অনুভব কর'—
অনুভব?—সন্ধ্যায় নগরীর কোনো গণিকার ঘরে
মানবীকে স্পর্শ করা যাবে:
মোদের ভিতর থেকে কেউ কেউ হঠাৎ উঠিল ব'লে
তাহাদের এই আকস্মিক অন্যায় আক্রোশে কসাইখানার ঘ্রাণ
আরো যেন গুটতর হয়ে বেড়ে গেল
আমরা কি অন্ধকার রৌরবের দিকে চলিতেছি?
মনে হল নগরীর নিশীথে তবুও:
আজও কারা জেরুজালেমের দিকে চলিতেছে?
আজও কারা জেরুজালেমের দিকে
হয়তো আর একবার তথাগত জন্মবার সময় এসেছে
তাই সেই শিশুটির নিরুদ্দিষ্ট ব্যাসের প্রতিভা
কাহাদের কেরোসিন কয়লামলিন মুখে দিনরাত—তবু—এক উষার মতন?
বুঝিতে
বিচার করিতে গিয়ে
ক্ষমাহীন ধৃষ্টতায় আমাদের মর্মান্তিক তৃষ্ণা পেল
এইসব নিরালম্ব মোমপায়ীদের দেশে
আমাদের কজনার তরে জলবিশ্বও নাই
কঠিন সূর্যের রাত
নগরীর যুবকেরা কমলালেবুর ফালা বরফে মিশায়ে সহসা আনিত যদি
কিন্তু তারা—তাহাদের জননীরা—পিতামহ—প্রপিতামহেরা
অন্যতর গৈবি পানীয়ের দিকে চলিতেছে দিনরাত—
তৈমুরের মতো খোঁড়া পায়ে—ভাড়াটে উটের মতো তিক্ততা
আমাদের কারও কারও আশ্রিত মুখের হাসি গিয়াছে শুকায়ে বহুক্ষণ
আরও শুষ্ক তালু—জিভ—
তবু তারা সহসা নগীর ছেড়ে অন্য কোনো দিকে গেল নাক' আর
সারাদিন রাজকন্যার—একটি ইঁদুর আছে যার—মুখোমুখি পাশা খেলে
সারারাত সরাইখানার ভিড়ে ভিড় হয়ে
খনির অন্ত রঙ উষ্ণির মুখে কেটে পূরজ্যোষ্ঠদের কাছে
ভিক্ষা চেয়ে
তবে তারা আমাদের প্রভাত সূর্যের মরুভূক্যাম্পের গৃহদেবতাকে
উপহাস করে ভুলে গেল।

হয়তো বা কোনো দূর পিরামিড দেখা যাবে

অপ্রকাশিত কবিতা – জীবনানন্দ দাশ হয়তো বা কোনো দূর পিরামিড দেখা যাবে

হয়তো বা কোনো দূর পিরামিড দেখা যাবে—অন্ধকার সূর্যমন্দিরের পাশে
জনরবহীন বালির সমুদ্রে নেমে—বায়ুর তরঙ্গে ভুলে—একদিন—
আমাদের দীর্ঘ—দীর্ঘতম যাত্রার শেষে?

না—না—মৃত কবরের তরে আমাদের যাত্রা নয়
ভূগর্ভের অন্ধকার সুগন্ধি শয্যায় শুয়ে—নিরুত্তর—চিরদিন—
বহু সমাধান আছে—তবু মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়। আবার প্রভাত এল আমাদের সহযাত্রীদের
ঠাণ্ডে—মরুভূমির পথে—

বেতমিজ উট পালায়ে গিয়েছে—লোল সূর্য তবু
আমাদের চালাতেছে—মাতুলের মতো হেসে
তাই বালি তত তাতে নাই

দুপুরের আলাপী বাতাসে কোনো এক নিকটের নগরীর কসাইখানার ঘ্রাণ
আমাদের প্রাণে এসে বলে গেছে: ‘তোমরা দানব নও
হে নিগূঢ় মানবিক অনুধ্যান, মানুষকে অনুভব কর’—
অনুভব?—সন্ধ্যায় নগরীর কোনো গণিকার ঘরে
মানবীকে স্পর্শ করা যাবে:

মোদের ভিতর থেকে কেউ কেউ হঠাৎ উঠিল ব’লে
তাহাদের এই আকস্মিক অন্যায় আক্রোশে কসাইখানার ঘ্রাণ
আরো যেন গূঢ়তর হয়ে বেড়ে গেল
আমরা কি অন্ধকার রৌরবের দিকে চলিতেছি?
মনে হল নগরীর নিশীথে তবুও:
আজও কারা জেরুজালেমের দিকে চলিতেছে?
আজও কারা জেরুজালেমের দিকে

হয়তো আর একবার তথাগত জন্মিবার সময় এসেছে
তাই সেই শিশুটির নিরুদ্দিষ্ট ব্যাসের প্রতিভা
কাহাদের কেরোসিন কয়লামলিন মুখে দিনরাত—তবু—এক উষার মতন?
বুঝিতে
বিচার করিতে গিয়ে
ক্ষমাহীন ধৃষ্টতায় আমাদের মর্মান্তিক তৃষ্ণা পেল
এইসব নিরালম্ব মোমপায়ীদের দেশে
আমাদের কজন্যের তরে জলবিশ্বও নাই
কঠিন সূর্যের রাত
নগরীর যুবকেরা কমলালেবুর ফালা বরফে মিশিয়ে সহসা আনিত যদি
কিন্তু তারা—তাহাদের জননীরা—পিতামহ—প্রপিতামহেরা
অন্যতর গৈবি পানীয়ের দিকে চলিতেছে দিনরাত—
তৈমুরের মতো খোঁড়া পায়ে—ভাড়াটে উটের মতো তিক্ততা
আমাদের কারও কারও আক্লত মুখের হাসি গিয়াছে শুকায়ে বহুক্ষণ
আরও শুষ্ক তালু—জিভ—
তবু তারা সহসা নগীর ছেড়ে অন্য কোনো দিকে গেল নাক' আর
সারাদিন রাজকন্যার—একটি ইঁদুর আছে যার—মুখোমুখি পাশা খেলে
সারারাত সরাইখানার ভিড়ে ভিড় হয়ে
খনির অন্ত রঙ উল্লির মুখে কেটে পূরজ্যোষ্ঠদের কাছে
ভিক্ষা চেয়ে
তবে তারা আমাদের প্রভাত সূর্যের মরুভূক্যাম্পের গৃহদেবতাকে
উপহাস করে ভুলে গেল।